আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: পবিত্র কুরআনের ৪০ টি রব্বানা দোয়া সিরিজ-৬

১. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই ভয়ে মুসার কওমের কিছু যুবক ছাড়া আর কেউই তার প্রতি ঈমান আনে নি। মুসা বলেছিল: হে আমার কওম! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে তারই উপর তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো। তারা বলেছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ

হে আমার প্রভু! আমাদেরকে এই জালিম লোকদের নির্যাতনের পাত্র বানিয়ে না (সূরা ১০ ইউনুস আয়াত ৮৫)

২. ইব্রাহিম আল্লাহর নির্দেশে যখন তার শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় কা'বা ঘরের নিকট রেখে এসেছিলেন তখন দোয়া করেছিলেন:

رَّبَّنَا إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিযেকর ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪:৩৭)

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ

হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকেনা। (১৪:৩৮)

৩. ইব্রাহিম আরও দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার রাব্ব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবূল করুন। (১৪:৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (১৪:৪১)

৪. কিছু যুবকের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে তৎকালীন কাফের শাসক তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল, তাদেরকে নির্যাতন করে জোর পূর্বক ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনা থেকে বাঁচার জন্য তারা দূরে নির্জন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল (এই যুবকদের আসহাবে কাহাফ বলা হয়, "কাহাফ" অর্থ গুহা " আসহাব" অর্থ সাথী)। আল্লাহ তাদেরকে গভীর নিদ্রা দান করেছিল। তারা ৩০৯ বছর ঘুমিয়েছিলেন। তারপর জাগিয়ে তুলেছিলেন, মানুষকে জানানোর জন্য পুনরুত্থান সত্য। যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা বলেছিল:

رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

আমাদের প্রভু! আমাদের দান করো তোমার পক্ষ থেকে রহমত এবং আমাদেরকে আমাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে দাও। (সূরা ১৮ আল কাহাফ আয়াত ১০)

৫. (আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন মুসা ও তার ভাই হারুনকে) তুমি ও তোমার ভাই আমার দেয়া নিদর্শনগুলো নিয়ে (ফিরাউনের কাছে) যাও, আর **তোমরা আমার যিকিরে (আমার কথা উচ্চারণে) গাফলতি করো না।** তোমরা দুজনেই যাও ফেরাঊনের কাছে, সে সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ করেছে। **তোমরা তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে**, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, নয়তো ভয় পাবে, তারা বললো:

رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ

আমাদের প্রভু! আমরা আশঙ্কা করছি, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা বিরুদ্ধাচারণ সীমালঙ্ঘন করবে। (সূরা ২০ তোয়াহা আয়াত ৪৫)

আল্লাহ মুসা ও হারুনকে বলেছিলেন, তোমরা ভয় পেয়োনা, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নবী-রাসুলদের উপর আল্লাহ তা'আলার **পরীক্ষা** অনেক **কঠোর** ছিল। সেই তুলনায় আমাদের উপর **পরীক্ষা** অনেক **হালকা**। এই হালকা পরীক্ষাতেই আমরা ঘাবড়িয়ে দীন থেকে সরে যাই, অথবা শিরক করে বসি। আমাদের উচিত **সবর** (দৃঢ়তা) অবলম্বন করা এবং মনের অন্তঃস্থল থেকে কোরানে বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের দোয়া কবুল করুন, আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা দান করুন, সবর অবলম্বন করার তৌফিক দিন, সঠিকভাবে আপনার ইবাদাত ও যিকির করার সামর্থ দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/